পুরুষ ও নারী

ইউনিট ৭

ভূমিকা

যখন আমরা কারো কাছে নিজের পরিচয় তুলে ধরি তখন আমরা বলে থাকি নাম ও বংশ পরিচয়। কিন্তু আমাদের প্রথম পরিচয় হচ্ছে আমরা মানুষ। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সব সৃষ্টির শেষে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মানুষ শব্দটি ব্যাখ্যা করলে আমরা বলতে পারি, যার মন, জ্ঞান এবং হুশ আছে। অর্থাৎ ভালো মন্দ বুঝার ক্ষমতা যার আছে। ঈশ্বর নিজের প্রতিমূর্তিতেই মানুষ সৃষ্টি করেছেন। নারী আর পুরুষ করেই সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির পর নারী এবং পুরুষকে সমান মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছেন। তাই সবার প্রতিই আমাদের ভালোবাসার মনোভাব পোষণ করা একান্ত প্রয়োজন। এই ইউনিটে আমরা পুরুষ ও নারী, তাদের সম্পর্ক ও সমঝোতা এবং ভালোবাসা সম্পর্কে সাধু পলের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৭.১ : ঈশ্বরের সৃষ্টি পুরুষ ও নারী
পাঠ-৭.২ : নারী ও পুরুষের সবল ও সুন্দর সম্পর্ক
পাঠ-৭.৩ : পারিবারিক জীবনে নারী পুরুষের সম্পর্ক ও সমঝোতা
পাঠ-৭.৪ : ভালোবাসা সম্পর্কে সাধু পলের শিক্ষা

পাঠ-৭.১ ঈশ্বরের সৃষ্টি পুরুষ ও নারী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ও অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ঈশ্বর কর্তৃক পুরুষ ও নারী হিসেবে মানুষ সৃষ্টির বিষয় বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**ঈশ্বর, প্রতিমূর্তি, সাদৃশ্য, পুরুষ, নারী, প্রভুত্ব, মর্যাদা**

আদিপুস্তক ১:২৬-২৮

ঈশ্বর বললেন: "এবার মানুষকে গড়ে তোলা যাক আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদেরই সাদৃশ্যে। সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখি, গবাদি পশু, সমস্ত বন্যজন্তু এবং যে-সব সরীসৃপ মাটিতে বুক দিয়ে চলে বেড়ায় তাদের সকলেরই ওপর সে প্রভুত্ব করুক! তাই ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করলেন, তাকে সৃষ্টি করলেন ঈশ্বরেরই প্রতিমূর্তিতে, পুরুষ ও নারী ক'রেই সৃষ্টি করলেন। ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ ক'রে বললেন: "ফলবান হও, বংশবৃদ্ধি কর! তোমরা পৃথিবীকে ভরিয়ে তোল, তাকে বশীভূত কর! সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখি এবং পৃথিবীর বুকে চলাফেরা করে যত প্রাণি, তাদের সকলের ওপর তোমরা প্রভুত্ব কর!"

অনুধ্যান ঃ মানুষ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও ভালোবাসার প্রকাশ পায়। মানুষ সৃষ্টির পেছনে ঈশ্বরের একটি মহৎ পরিকল্পনা ছিল। মানুষের সাথে তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছেন নিবিড় সম্পর্ক। তার মধ্যে তিনি দেখতে চেয়েছেন নিজের আত্মপ্রকাশ। মানুষকে তিনি দিয়েছেন সকল সৃষ্টির মাঝে প্রভুত্ব করার ক্ষমতা। মানুষ সৃষ্টির পর ঈশ্বর মানুষকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, "ফলবান হও, বংশবৃদ্ধি কর! তোমরা পৃথিবীকে ভরিয়ে তোল, তাকে বশীভূত কর! সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখি এবং পৃথিবীর বুকে চলাফেরা করে যত প্রাণি, তাদের সকলের ওপর তোমরা প্রভুত্ব কর!" এই বাণীর মধ্য দিয়েই মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মানুষকে তিনি দিয়েছেন দায়িত্বভার। ঈশ্বর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এর অর্থ হলো আমরা ঈশ্বরের মতো আত্মা ও বিভিন্ন গুণ পেয়েছি। কারণ ঈশ্বর হলেন নিরাকার। তিনি শুধু আত্মা। ঈশ্বর মানুষকে পুরুষ ও নারী করেই সৃষ্টি করেছেন। কারণ পুরুষ ও নারীর উৎপত্তি একই, মানবমর্যাদা একই এবং তাদের নিয়তিও একই। ঈশ্বর কাউকে কম বা কাউকে বেশি মর্যাদা দেননি। বরং পুরুষ ও নারী উভয়কেই তিনি সমান মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছেন। তারা দুজনেই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট। সবচেয়ে সত্য কথা হলো, পুরুষ ও নারী উভয়ের মধ্যেই ঈশ্বর আছেন।

মনে রাখি ঃ ঈশ্বর মানুষকে পুরুষ ও নারী করেই সৃষ্টি করেছেন। পুরুষ ও নারী উভয়কেই তিনি সমান মর্যাদা, দায়িত্ব ও অধিকার দিয়েছেন।

শব্দটীকা ঃ সরীসৃপ - সাপ, প্রভুত - কর্তৃত্ব

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**একজন নারী ও পুরুষের ছবিসহ তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো খাতায় লিখুন।**

সারসংক্ষেপ

ঈশ্বর মানুষকে পুরুষ ও নারী করেই সৃষ্টি করেছেন। পুরুষ ও নারী উভয়কেই তিনি সমান মর্যাদা, দায়িত্ব ও অধিকার দিয়েছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কোন্‌টি?
ক) মানুষ খ) বন্যজন্তু ও সরীসৃপ
গ) আকাশের পাখি ঘ) সমুদ্রের মাছ

২। মানুষ সৃষ্টির পেছনে ঈশ্বরের পরিকল্পনা কী ছিল?
ক) শাসন করার জন্যে খ) নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্যে
গ) ভালোবাসার জন্যে ঘ) আনন্দ করার জন্যে।

৩। পুরুষ ও নারীর মধ্যে কে আছেন?

ক) ভালোবাসা খ) ঈশ্বর

গ) যীশু ঘ) আনন্দ।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

জেমস ও লিপি দু'জন মিলে সুখী দম্পতি। তারা দু'জনে একে অন্যের কথার গুরুত্ব দেয়। একজন অন্যজনের মতামত এর মূল্য দেয়। তারা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন। প্রভুর সৃষ্টির যত্ন নেওয়া ও পরস্পরকে সম্মান করা - বাইবেলের এই বাণী তারা গভীরভাবে বিশ্বাস ও পালন করে।

ক) সকল সৃষ্টির উপর মানুষ কী করবে?

খ) ঈশ্বর কেন মানুষকে সৃষ্টি করলেন?

গ) জেমস ও লিপির বিশ্বাস ও ব্যক্তিগত জীবনের মূলমন্ত্র – ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) জেমস ও লিপি সুখী দম্পতি হওয়ার পক্ষে আপনার যুক্তি দিন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১: ১. ক ২. খ ৩. খ

পাঠ-৭.২ নারী ও পুরুষের সবল ও সুন্দর সম্পর্ক

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নারী ও পুরুষের সবল ও সুন্দর সম্পর্কের ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নারী ও পুরুষের মর্যাদা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**ঈশ্বর, নারী, সৃষ্টি, তন্দ্রার ভাব, অস্থির অস্থি**

আদিপুস্তক ২:১৮-২৪

পরে এক সময়ে প্রভু ঈশ্বর বললেন: "মানুষের একা থাকা ভালো নয়। তাই আমি এখন তার জন্যে এমনই একজনকে গড়ে তুলব, যে তাকে সাহায্য করবে, তার যোগ্য সঙ্গী হবে।" প্রভু ঈশ্বর এবার মাটি নিয়ে তা দিয়ে গড়ে তুললেন স্থলভূমির যত জীবজন্তুকে, আকাশের যত পাখিকে। তারপর মানুষ ওই সব যে-প্রাণির যে-নাম রাখবে, তা জানতে তিনি তার কাছে তাদের নিয়ে এলেন, কেন না মানুষ যে-প্রাণির যে-নাম রাখবে, তাকে ডাকা হবে সেই নামেই। তাই মানুষ তখন একে-একে সমস্ত গবাদি পশু, আকাশের সমস্ত পাখি আর স্থলভূমির অন্যান্য জীবজন্তুর নাম রাখল। কিন্তু মানুষকে সাহায্য করার মতো, তার যোগ্য সঙ্গী হওয়ার মতো তখনো কাউকে পাওয়া গেল না।

তখন প্রভু ঈশ্বর মানুষের ওপর নামিয়ে আনলেন এক তন্দ্রার আবেশ। সে ঘুমিয়ে পড়ল। এই সময়ে তার একটি পাঁজর খুলে নিয়ে তিনি মাংস দিয়ে ওই জায়গাটি ঢেকে দিলেন। মানুষের বুক থেকে খুলে নেওয়া পাঁজর দিয়ে প্রভু ঈশ্বর গড়ে তুললেন একটি নারীকে, তারপর মানুষের কাছে তাকে নিয়ে এলেন। তখন মানুষ ব'লে উঠল: "শেষ পর্যন্ত এই তো আমার অস্থির অস্থি, আমার মাংসের মাংস, এর নাম হবে নারী, কেননা নরদেহ থেকেই একে তুলে আনা হয়েছে।" সেই জন্যে মানুষ তার পিতামাতাকে ছেড়ে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয় এবং তারা দুজনে একদেহ হয়ে ওঠে।

অনুধ্যান ঃ ঈশ্বর পুরুষ ও নারীকে সৃষ্টি করেছেন ও ইচ্ছা করেছেন যে তারা হবে একে অপরের পরিপূরক। ঈশ্বর নিজেই বলেছেন, "মানুষের পক্ষে একা থাকা ভালো নয়।" মানুষ যাতে একা না থাকে, সেই জন্যে ঈশ্বর প্রথমে অসংখ্য পশু-পাখি সৃষ্টি করলেন। তাদের নাম রাখার দায়িত্ব তিনি মানুষকেই দিলেন, যেহেতু মানুষ হবে তাদের সবার প্রভু। কিন্তু দেখা গেল, মানুষের প্রকৃত অভাব তখনো মেটেনি। এমন কোন পশু পাখি নেই, যে তার উপযোগী জীবন সঙ্গী হতে পারে। তাই ঈশ্বর এমনই একজনকে সৃষ্টি করলেন, যার স্বরূপ হুবহু সেই মানুষেরই মতো হবে। সে কথা বোঝানো হয়েছে এ সুন্দর সৃষ্টি কাহিনীর মধ্য দিয়ে। মানুষের সেই জীবন সঙ্গিনীর সৃষ্টি সাধিত হয়েছে বিশ্বসৃষ্টির অন্য কোন কিছু অবলম্বন করে নয়, বরং মানুষের দেহটির কিছু অংশ দিয়েই এই সৃষ্টি সাধিত হয়েছে। তাই তো মানুষ নারীকে দেখতে না দেখতে বুঝতে পেরেছে, নারীর সঙ্গে তার দেহ মনের অনন্য আত্মীয়তা রয়েছে। তারা দু'জনে সমানভাবেই মানব সত্তার অধিকারী।

ঈশ্বর, পুরুষ ও নারীকে সৃষ্টি করেছেন সমানভাবে, কিন্তু একইভাবে নয়, যেহেতু পুরুষ পুরুষই আর নারী নারী-ই। আসলে তারা একজন আরেক জনের পরিপূরক। আর সেই জন্যই তারা সুন্দর ও পবিত্র মিলন বন্ধনের প্রতি প্রবল আর্কষণ অনুভব করে।

মনে রাখি ঃ পুরুষ ও নারী, তারা দুজনে সমানভাবেই মানব সত্তার অধিকারি। সমানভাবে, কিন্তু একইভাবে নয়, যেহেতু পুরুষ পুরুষই আর নারী নারী-ই। আসলে তারা একজন আরেক জনের পরিপূরক।

শব্দটীকা ঃ তন্দ্রার ভাব- ঘুম ঘুম ভাব, অস্থির অস্থি- হাঁড়ের হাঁড়

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**আপনার পরিবার বা আশেপাশের নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য ও পার্থক্যগুলো আপনার খাতায় লিখুন ও অন্যদের সাথে সহভাগিতা করুন।**

সারসংক্ষেপ

নারী এবং পুরুষ দু'জনই সমানভাবে মানব সত্তার অধিকারী। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তারা উভয়েই সমান। তারা ভিন্ন হলেও পরস্পরের পরিপূরক ও তারা সমান। কেউ ছোট বা কেউ বড় নয়। তারা একজন আরেকজনের পরিপূরক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ঈশ্বর আদমের পাঁজর দিয়ে কাকে বানালেন?

ক) আব্রাহামকে খ) সারাকে

গ) হবাকে ঘ) যোসেফকে।

২। মানুষের পক্ষে একা থাকা ভালো নয় কারণ তার–

i) সঙ্গীর প্রয়োজন

ii) সাহায্যের প্রয়োজন

iii) ত্যাগের প্রয়োজন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) i ও ii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। নারী ও পুরুষের মিলিত রূপ কী গঠন করে?

ক) সমাজ খ) পরিবার

গ) ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ঘ) মানুষের প্রতিমূর্তি।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

প্লাসিড ও তেরেজা একই অফিসে চাকুরি করে। তেরেজা তার কাজ গুরুত্ব সহকারে ও বিশ্বস্তভাবে করে এবং যথাসময়ে সম্পন্ন করে। এতে কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হয়ে তাকে পদোন্নতি দেয়। প্লাসিডের ধারণা নারীরা সব কাজ করতে পারে না, ফলে তেরেজার পদোন্নতি সে ভালো চোখে দেখে না। কর্তৃপক্ষ প্লাসিডের মনোভাব জানতে পেরে তাকে বলেন, "নারী ও পুরুষ আমরা কারো প্রতিদ্বন্দ্বী নই, বরং একে অপরের পরিপূরক বা সহায়ক।"

ক) আদমের পাঁজর দিয়ে গড়া মানুষটির কী নাম দেয়া হলো?

খ) নারী ও পুরুষের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক থাকা উচিত কেন?

গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত প্লাসিডের মনোভাবে পাঠের কোন বিষয়ের প্রতিফলন ঘটেছে - বর্ণনা করুন।

ঘ) উদ্দীপকের কর্তৃপক্ষের বক্তব্যটির সাথে আপনি কি একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দিন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.২: ১. গ ২. খ ৩. খ

পাঠ-৭.৩ পারিবারিক জীবনে নারী পুরুষের সম্পর্ক ও সমঝোতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পরিবার গঠনে নারী পুরুষের ভূমিকা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নারী পুরুষের সমঝোতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**পরিবার, ত্রিব্যক্তি, সমমর্যাদা সম্পন্ন, পবিত্র পরিবার**

মথি ১৮:৩-৬

এক সময় কয়েকজন ফরিসি যীশুর কাছে এসে তাঁকে যাচাই করবার জন্যে জিজ্ঞেস করলেন: "আচ্ছা, বিধান অনুসারে মানুষ কি যে-কোন কারণেই তার স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারে?" উত্তরে যীশু বললেন: "আপনারা কি শাস্ত্রে এই কথা কখনো পড়েননি যে, 'আদিতে সৃষ্টিকর্তা মানুষকে পুরুষ ও নারী করেই সৃষ্টি করেছিলেন?' আর তিনি বলেও ছিলেন যে, 'সেইজন্যে মানুষ তার পিতামাতাকে ছেড়ে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে এবং তারা দুজনে একদেহ হয়ে উঠবে!' কাজেই তারা আর দুজন নয়, তারা একদেহ। তাই বলছি, স্বয়ং ঈশ্বর যা যুক্ত করেছেন, মানুষ যেন তা বিছিন্ন না করে!"

অনুধ্যান ঃ পরিবার সমাজের, দেশের তথা বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র। আমাদের মণ্ডলীর প্রাণকেন্দ্র হলো পরিবার। আর এই পরিবার গঠনের জন্যই ঈশ্বর পুরুষ ও নারীকে পরস্পরের পরিপূরক করে সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর চেয়েছেন, তারা দুজনে "একে অন্যের জন্যে" বেঁচে থাকবে, ব্যক্তি সুলভ মিলন-বন্ধন গড়ে তুলবে। তিনি তাদের আহ্বান জানান, তারা যেন "বিবাহ-বন্ধনে এক দেহ হয়ে" নতুন মানব জীবনের জন্ম দেয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে পরিবার গঠন করা একটি আহ্বান। স্বামী, স্ত্রী ও সন্তান এই তিনে মিলে পরিবার। তাদের মধ্যে একটা একাত্মতা গড়ে ওঠে। পারিবারিক একাত্মতার মধ্য দিয়ে তারা ত্রিব্যক্তি ঈশ্বরের একতা প্রকাশ করে। মানুষ তার বংশধরদের নিকট মানবজীবন বিস্তার করার মাধ্যমে পুরুষ ও নারী, স্বামী-স্ত্রী ও পিতা-মাতা হিসেবে সৃষ্টিকর্তার কাজে এক অনন্য উপায়ে সহযোগিতা করে।

পুরুষ ও নারীর ভিন্নতা আছে কিন্তু বিচ্ছিন্নতা নেই। কারণ পুরুষ ও নারী এই শব্দ দুটো দুজন সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে। কিন্তু এই পার্থক্য কখনোই ভারসাম্য-সংক্রান্ত সমতা বুঝায় না। কেননা পুরুষের যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে তা নারীর বৈশিষ্ট্য থেকে আলাদা। তাই বিভিন্নতা থাকবেই, কিন্তু এই বিভিন্নতার মাঝেও থাকবে আবার পারস্পরিক পরিপূরকতা। সেই জন্য কে বড় বা কে ছোট এই নিয়ে কোন বিতর্ক না করে প্রতিটি মানুষকে যেন ব্যক্তি হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়।

ঈশ্বর, পুরুষ ও নারীকে ভালোবেসে সৃষ্টি করেছেন, যেন তারা সেই ভালোবাসার অংশীদার হতে পারে। পারিবারিক বন্ধন হলো ভালোবাসার বন্ধন। এ বন্ধন একত্রিত করে; এটা কখনও ভেঙ্গে খান খান করে না। ভালোবাসা মানে সহভাগিতা করা, একে অপরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা এবং নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সচেতন থাকা। যীশু, মারীয়া ও যোসেফের পবিত্র পরিবার থেকে আমরা একটি আদর্শ পরিবারের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। মারীয়া ও যোসেফের মধ্যে গভীর পারস্পরিক শ্রদ্ধা, মর্যাদাবোধ ও ভালোবাসা ছিল। তাদের মধ্যে একতা, ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ ছিল। সন্তানের প্রতিও তাঁদের ছিল অপরিসীম ভালোবাসা। দুঃখ বিপদের সময় তাঁরা পরস্পরের পাশে থেকেছেন। কেউ কাউকে দোষারোপ করে দায়িত্ব থেকে দূরে সরে যাননি। তাঁরা এক সঙ্গে সমস্ত কিছু মোকাবেলা করেছেন এবং দুঃখকে জয় করেছেন। তাহলে বলা যায় পরিবারে পুরুষ ও নারীর ভূমিকা অনেকটা সাইকেলের দু'টি চাকার মতো। সাইকেলের একটি চাকা অকেজো হলে আর চলতে পারে না। নারী এবং পুরুষ মিলেই একটি সুন্দর পরিবার, সমাজ তথা বিশ্ব গড়ে তুলতে পারে।

মনে রাখি ঃ পুরুষ ও নারীর ভিন্নতা আছে কিন্তু বিচ্ছিন্নতা নেই। কারণ পুরুষ ও নারী এই শব্দ দুটো দু'জন সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে। কিন্তু এই পার্থক্য কখনোই ভারসাম্য-সংক্রান্ত সমতা বুঝায় না। কেননা পুরুষের যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে তা নারীর বৈশিষ্ট্য থেকে আলাদা। তাই বিভিন্নতা থাকবেই, কিন্তু এই নিয়ে বিভিন্নতার মাঝেও থাকবে আবার পারস্পরিক পরিপূরকতা। সেই জন্য কে বড় বা কে ছোট এই নিয়ে কোন বিতর্ক না করে প্রতিটি মানুষের যেন ব্যক্তি হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়।

শব্দটীকা ঃ ত্রিব্যক্তি - পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা; সমমর্যাদাসম্পন্ন - একই রকম সম্মান

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**পবিত্র পরিবার ও আপনার পরিবারের মধ্যে যে মিল রয়েছে তা আপনার খাতায় লিখুন।**

সারসংক্ষেপ

পুরুষ ও নারীর ভিন্নতা আছে কিন্তু বিচ্ছিন্নতা নেই। তারা দু'জন সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে আলাদা হলেও তাদের মর্যাদা সমান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন্ দিকটি বাদ পড়লে নারী পুরুষের সম্পর্ক চরম ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়?

ক) সহানুভূতির খ) দায়িত্ববোধের
গ) ঐশ্বরিক ঘ) মানবীয়।

২। নারী পুরুষকে ঈশ্বর ভিন্ন শারীরিক বৈশিষ্ট্যে সৃষ্টি করেছেন, এ ভিন্নতা–

i) সৃষ্টিকে আরো সৌন্দর্যমন্ডিত করেছে
ii) মানুষকে করেছে পরস্পরের পরিপূরক
iii) নারী পুরুষকে দিয়েছে ভিন্ন মর্যাদা

নিচের কোন্টি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। যীশু, মারীয়া ও যোসেফের পরিবারকে বলা হয়-

ক) আদর্শ পরিবার খ) খ্রিষ্টীয় পরিবার
গ) পবিত্র পরিবার ঘ) সুখী পরিবার।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

যোসেফ ও রুবির দুই সন্তান, রনি ও রুমি। খাবার খাওয়ার সময় যোসেফ রনিকে ভালো খাবারের অংশটি থালায় তুলে দেন, কারণ বাবার ইচ্ছা রনি ডাক্তার হবে। পড়াশুনায় ভালো করার জন্য রনি ও রুমিকে গৃহ শিক্ষক রেখে দেন। রুমি তার নিজের ইচ্ছায় পড়াশুনা করে। ফলাফলে দেখা যায়, রুমির একাগ্রতার কারণে পরীক্ষার ফলাফল রনির তুলনায় অনেক ভালো হলো।

ক) আমাদের খ্রিষ্ট মণ্ডলীর প্রাণকেন্দ্র কি?

খ) নারী ও পুরুষের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক থাকা উচিত কেন?

গ) যোসেফের কার্যক্রমের আলোকে সমাজে নারীর অবস্থান ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) রনি ও রুমির চরিত্রের আলোকে নারী ও পুরুষের সমতার বিষয়টি বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৩: ১. খ ২. ঘ ৩. গ

পাঠ-৭.৪ ভালোবাসা সম্পর্কে সাধু পলের শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ভালোবাসা সম্পর্কে সাধু পলের শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- খ্রিষ্টের শিক্ষা অনুসারে পরস্পরের সাথে সুস্থ ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তুলতে সচেতন হতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**স্বর্গদূত, দীনদরিদ্র, ভালোবাসা, বিশ্বাস, আশা**

করিন্থীয় ১৩:১-৭

আমি যদি মানুষদের ও স্বর্গদূতদের ভাষায় কথা বলতে পারি, অথচ আমার অন্তরে যদি না থাকে ভালোবাসা, তাহলে আমি ঢংঢঙানো কাঁসর বা ঝনঝনে করতাল ছাড়া আর কিছুই নই। আর আমি যদি প্রাবক্তিক বাণী ঘোষণা করতে পারি, যদি উপলব্ধি করতে পারি সমস্ত রহস্যাবৃত সত্য, জানতে পারি ধর্মজ্ঞানের সমস্ত কথা, যদি আমার অন্তরে থাকে পর্বত সরিয়ে দেবার মতো পূর্ণ বিশ্বাস, অথচ না থাকে ভালোবাসা, তাহলে আমি তো কিছুই নই। আর আমি যদি আমার সমস্ত কিছুই দীনদরিদ্রের মধ্যে বিলিয়ে দিই, এমন কি আমার নিজের দেহও আগুনে সঁপে দিই, অথচ আমার অন্তরে না থাকে ভালোবাসা, তাহলে তাতে আমার কোন লাভই নেই।

ভালোবাসা নিত্য সহিষ্ণু, ভালোবাসা স্নেহ-কোমল। তার মধ্যে নেই কোন ঈর্ষা। ভালোবাসা কখনো বড়াই করে না, উদ্ধতও হয় না, রুক্ষও হয় না। সে স্বার্থপর নয়, বদমেজাজীও নয়। পরের অপরাধ সে কখনো ধরেই না। অধর্মে সে আনন্দ পায় না, বরং সত্যকে নিয়েই তার আনন্দ। ভালোবাসা সমস্তই ক্ষমার চোখে দেখে; তার বিশ্বাস সীমাহীন, সীমাহীন তার আশা ও তার ধৈর্য।

অনুধ্যান ঃ খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের মূল কথা হচ্ছে "ভালোবাসা"- ঈশ্বরকে ভালোবাসা এবং মানুষকে ভালোবাসা। যীশুর আদেশ হলো এই,"তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে"। অন্যকে ভালোবাসা মানুষের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা। কোন ব্যক্তি দীর্ঘকালের জন্য নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে পারে না। আমরা সবাই অন্যকে ভালোবাসতে চাই এবং অন্যের ভালোবাসা পেতে চাই। মানুষের এই স্বাভাবিক প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও বাস্তব জীবনে দেখা যায় যে, অন্যকে ভালোবাসা সহজ নয়। ভালোবাসার পথে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়। অত্যাচার, নির্যাতন, শোষণ, অন্যায়, অবিচার, আঘাত, সমালোচনা, আক্রমণ প্রভৃতি ভালোবাসতে বাধা দেয়।

সাধু পল তাঁর পত্রে গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে দেখাতে চেয়েছেন ভালোবাসাই ঈশ্বরপ্রদত্ত সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ। ভালোবাসা বলতে মানুষে মানুষে ভালোবাসার কথাই বুঝাতে চেয়েছেন। করিন্থীয়দের কাছে পত্রে সাধু পল বলেন, ভালোবাসা দিয়ে যে কোন সমস্যার সমাধান করা যায়। তাই তিনি এখানে ভালোবাসাকে ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ দান হিসেবে দেখেছেন। এই ভালোবাসা সাধারণ ভালোবাসা নয় বরং এ ভালোবাসা নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। তাইতো সাধু পল বলেন ভালোবাসা না থাকলে যত কিছুই করি না কেন, তাতে কোন লাভই নেই। সবই অর্থহীন হবে। তিনি বলেন, ভালোবাসা সব কিছুকেই ভালো ভাবে দেখে, সবার মঙ্গল কামনা করে, সমস্ত কিছু ক্ষমার চোখে দেখে। সাধু পল ঈশ্বরের প্রদত্ত বিভিন্ন গুণের মধ্যে তিনটি গুণকে বিশেষ ভাবে তুলে ধরেন, তা হলো বিশ্বাস, আশা ও ভালোবাসা। তবে ভালোবাসাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে দেখেছেন। কারণ ভালোবাসা কখনও কোন শর্ত দেয় না, বরং নিঃশর্তভাবে অন্যের মঙ্গল কামনা করে। ভালোবাসা মানুষকে একজন মহান ব্যক্তিত্বে পরিণত করে। যতবার সাধু পল খ্রিষ্টের মৃত্যুর বিষয়ে কথা বলেন ততবারই তিনি ভালোবাসার উপর বিশেষ জোর দেন। কারণ তিনি ক্রুশকে প্রতিশোধ বা যাতনাভোগ স্বীকারের চিহ্নরূপে দেখেন না বরং তিনি ক্রুশকে দেখেন ভালোবাসার প্রতীক রূপে। ক্রুশে প্রকাশ পায় মানুষের জন্য খ্রিষ্টের ভালোবাসা এবং খ্রিষ্ট ও মানুষের প্রতি পিতার ভালোবাসা।

রোমীয়দের কাছে পত্রে সাধু পল বলেছেন: "আর আমরা তো জানি, যারা পরমেশ্বরকে ভালোবাসে, তাঁর সংকল্প অনুসারে আহূত যারা, তাদের মঙ্গলের জন্য তিনি তাদের সব কাজেই সহায়তা করেন" (রোমীয় ৮ঃ২৮)। সাধু পল দেখাতে চেয়েছেন ঈশ্বরের ভালোবাসা আগে আসে: তা প্রকাশিত হয় পুত্রকে প্রেরণ করার মধ্য দিয়ে। খ্রিষ্ট আমাদের ভালোবাসেন বলে ধার্মিকদের জন্য নয় বরং পাপীদের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। কোন বাধা এই ভালোবাসা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। সাধু পলের মতে খ্রিষ্টভক্ত হলো ঈশ্বরের প্রেমের পাত্র। ঈশ্বরের ভালোবাসার বিনিময়ে মানুষকে পরস্পরকে ভালোবাসতে হবে। সাধু পল ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসার বিষয়ে বেশি কিছু বলেননি। তিনি জোর দিয়ে বলতে চান সেই ভালোবাসার আহ্বানের উপর যা দিয়ে মানুষ ঈশ্বরের ভালোবাসা অনুকরণ করে।

মনে রাখি ঃ সাধু পল ঈশ্বরের প্রদত্ত বিভিন্ন গুণের মধ্যে তিনটি গুণকে বিশেষভাবে তুলে ধরেন, তা হলো বিশ্বাস, আশা ও ভালোবাসা। তবে ভালোবাসাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে দেখেছেন। কারণ ভালোবাসা কখনও কোন শর্ত দেয় না, বরং নিঃশর্ত ভাবে অন্যের মঙ্গল কামনা করে। ভালোবাসা মানুষকে একজন মহান ব্যক্তিত্বে পরিণত করে।

শব্দটীকা ঃ ঢংঢঙানো কাঁসর - অর্থহীন শক, ঝনঝনে করতাল - মন্দিরার শব্দ , রহস্যাবৃত সত্য - বিশ্বাসের ভিত্তিতে মেনে নেওয়া

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**সাধু পলের শিক্ষা অনুসারে কীভাবে পরস্পরের সাথে সুস্থ ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তোলা যায় তা দলের সঙ্গে আলোচনা করে একটি দেয়ালিকা প্রস্তুত করুন।**

সারসংক্ষেপ

সাধু পল ঈশ্বর প্রদত্ত বিভিন্ন গুণের মধ্যে তিনটি গুণকে বিশেষভাবে তুলে ধরেন, তা হলো বিশ্বাস, আশা ও ভালোবাসা। তবে তিনি ভালোবাসাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে দেখেছেন। কারণ ভালোবাসা মানুষকে একজন মহান ব্যক্তিত্বে পরিণত করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সাধু পল কয়টি গুণের কথা বলেছেন?
ক) ২ টি খ) ৩ টি
গ) ৪ টি ঘ) ৫ টি।

২। বিশ্বাস, আশা ও ভালোবাসা – এই তিনটিকে কী বলে?
ক) সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ খ) ঐশগুণ
গ) প্রাবক্তিক বাণী ঘ) শর্তহীন বাণী।

৩। সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ কোন্‌টি?
ক) বিশ্বাস খ) আশা
গ) ভালোবাসা ঘ) শান্তি।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

আকাশ ও সঞ্চয় দুই বন্ধু। আকাশ খুব মেধাব এবং সে একটি অবস্থাসম্পন্ন পরিবারের সন্তান। অন্য দিকে সঞ্চয় কম মেধাব ও দরিদ্র ঘরের সন্তান। আকাশের মধ্যে কোন অহংকার নেই। সে সব সময় সঞ্চয়কে সাহায্য করে কারণ সে তার বন্ধুকে খুব ভালোবাসে। তাই বন্ধুর ভালোর জন্য সব সময় সে তার বন্ধুর পাশে থাকে। একদিন সঞ্চয়ের সাথে তার কয়েকজন সহপাঠীর খুব ঝগড়া হলো। ব্যাপারটা প্রধান শিক্ষক পর্যন্ত গেল। সঞ্চয় সব দোষ আকাশের উপর দিয়ে নিজেকে নির্দোষ দাবি করল।

ক) ঐশগুণের মধ্যে প্রধান কোন্‌টি?

খ) ভালোবাসা সম্পর্কে সাধু পল কী বলেছেন?

গ) আকাশ যীশুর কোন শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সঞ্চয়কে সাহায্য করেছে - ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) সঞ্চয়ের আচরণের ফলে কী হতে পারে বলে আপনি মনে করেন - আপনার মতামত লিখুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৪: ১. খ ২. ক ৩. গ

উত্তরমালা: ইউনিট-৭

পাঠের নাম			
পাঠ-১	১) ক	২) খ	৩) খ
পাঠ-২	১) গ	২) খ	৩) খ
পাঠ-৩	১) ক	২) ঘ	৩) গ
পাঠ-৪	১) খ	২) ক	৩) গ